বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, সোমবার, ১৯ আশ্বিন ১৪২৩, ৩ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় শিশু-কিশোর সোনামণিরা ও

উপস্থিত সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিশুরা জাতি গঠনের মূল ভিত্তি, তারাই আগামীর ভবিষ্যত। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিবে আজকের শিশুরা। বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। তাই শিশুদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা; পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বৈষম্যহীন শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

শুরুতেই আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ, সম্ভ্রম হারানো দু' লাখ মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় চার নেতা এবং ১৫ আগস্টের শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে শিশুদের অধিকার, কল্যাণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে 'শিশু অধিকার সনদ' গ্রহণ করে। এর অনেক আগেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন।

জাতির পিতা প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ এবং অবৈতনিক ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধে যে সব নারী ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য জাতির পিতা বৃত্তি প্রথা চালু করেছিলেন। যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় 'দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে।

পবিত্র সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং জাতির পিতা প্রণীত শিশু আইন অনুযায়ী শিশুদের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

- ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করি।
- জাতীয় শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করেছি।
- আমরা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি।
- বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে ।
- শিশুর ঝড়ে পড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করেছি।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- আমরা প্রতিটি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করছি। শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- শিশুদের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে ২০১২ সাল থেকে ভাষা ও সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ- এই চার বিভাগে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে।
- দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে।
- শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি।
- পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
- অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, ব্রেইল প্রেস, মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান, সরকারি বাক-প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।
- কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসন করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
- সারাদেশের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের জন্য কিডস্ কর্নার ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।
- এছাড়া শিশু-কিশোরদের সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, 'সেফহোম' 'প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস' চালু করা হয়েছে।
- শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় প্রতি বছর ২৫ হাজার শিশুকে সঙ্গীত, চিত্রাংকন, নৃত্য, আবৃত্তি, নাট্যকলায় প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।
- দ্বি-বার্ষিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে।
- প্রায় দেড় লাখ শিশুর অংশগ্রহণে সারাদেশে ''জাতীয় শিশু পুরস্কার'' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
- শিশু নির্যাতন রোধ ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। ঢাকা মেডিকেল কলেজে 'ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী' স্থাপন করা হয়েছে।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- শিশুদের কল্যাণে সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাস বা বেবি হোম, দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, বেসরকারি এতিমখানার জন্য ক্যাপিটালাইজেশন গ্র্যান্ট এবং প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করেছি। কর্মজীবী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মায়েদের ক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- শিশুর সুরক্ষা এবং শিশু মৃত্যু রোধে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রতি হাজারে নবজাতক শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১৪৬ । যা ২০১৪ সালে ২৮-এ নেমে এসেছে।
- শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড ও সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছি।

ছোট্ট সোনামণিরা,

জাতির পিতা শিশুদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এ কারণে তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা 'জাতীয় শিশুদিবস' ঘোষণা করেছি।

জাতির পিতা ছাত্রজীবন থেকেই দরিদ্র্য-অসহায় সহপাঠীদের সাহায্য করতেন। তাদেরকে আপন করে নিতেন। আমি চাই তোমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে সবসময়ই দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে দাঁড়াবে।

তোমাদের মতো আমারও একটি ছোট্ট ভাই ছিল। আমি তোমাদের মাঝে আমার সেই ছোটভাই রাসেলকে খুঁজে ফিরি পাই।

তোমাদের জন্য জাতির পিতা এই সুন্দর দেশ দিয়ে গেছেন। আমার প্রত্যাশা, তোমরা বড় হয়ে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরবে।

সুধিমন্ডলী,

শিশুরা কুঁড়ির মতো। ওদের ফুল হয়ে ফুটতে দিতে হবে। তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন মমতা, ভালবাসা অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা। শিশুরা সবসময় বন্ধুর মতো আচরণ প্রত্যাশা করে। তাই শিশুদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদানের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সরকার শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সকল প্রকার অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকতে পরিপত্র জারি করেছে। আমি আশা করি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এটি যথাযথভাবে পালন করবে।

বিদ্যালয় হবে শিশুদের প্রিয় স্থান। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কোনো শিশুই আর রাস্তায় জীবনযাপন করবে না। আমরা ১৬ কোটি লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। ৩৪ লাখ পথশিশুকে খাওয়ানোর সক্ষমতা সরকারের রয়েছে।

প্রতিটি শিশুকে তাদের এলাকার স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। স্কুলগুলোতে ও পরিবারে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে এবং পড়াশোনায় উৎসাহ বোধ করবে।

গৃহকর্মী নির্যাতন এবং কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু নিয়োগ সরকার কোনোভাবেই মেনে নেবে না। কোনো ধরনের শিশু নিপীড়ন বরদাশত করবে না।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে সরকারের পাশাপাশি আমি বেসরকারি ব্যক্তি ও সংগঠনসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

আসুন, আমরা আমাদের শিশুদের ভালোবাসতে শিখি। তাদের আলোকিত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে শিশুদেরকে হ্যাঁ বলি।

আসুন, আমরা শিশুদের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। শিশুদের সুন্দর আগামীর জন্য আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...